2 **স্পিনোজা তাঁর সর্বেশ্বরবাদকে যে সমীকরণের সাহায্যে প্রকাশ করেছেন সেটি লেখো।**

উত্তর ▶ স্পিনোজা তাঁর সর্বেশ্বরবাদকে যে সমীকরণের সাহায্যে প্রকাশ করেছেন, তা হল—দ্রব্য = ঈশ্বর = প্রকৃতি।

3 **স্পিনোজার দর্শনে ঈশ্বরের কোন্ দিকটি Natura Naturans অভিধার মধ্যে পড়ে?**

উত্তর ▶ স্পিনোজার মতে ঈশ্বর জগৎরূপে পরিণামপ্রাপ্ত হয়। জগৎ সৃষ্ট কার্যরূপে ঈশ্বরের যে রূপ তাকে স্পিনোজা Natura Naturans অর্থাৎ সৃষ্ট প্রকৃতি বলেছেন।

4 **স্পিনোজার দর্শনে ঈশ্বরের কোন্ দিকটি Natura Naturata অভিধার মধ্যে পড়ে?**

উত্তর ▶ স্পিনোজার মতে ঈশ্বর জগতের কারণ। জগৎ সৃষ্টির পূর্বে জগৎ ঈশ্বরের মধ্যে সুপ্ত, অপ্রকট অবস্থায় ছিল। তাই জগৎ সৃষ্ট কারণরূপে ঈশ্বরের যে রূপ তাকে বলা হয় Natura Naturata অর্থাৎ সৃজনী প্রকৃতি।

5 **সৃজনী প্রকৃতি ও সৃষ্ট প্রকৃতি কাকে বলে?**

উত্তর ▶ ঈশ্বর জগতের কারণ। জগৎ সৃষ্টির পূর্বে জগৎ ঈশ্বরের মধ্যে সুপ্ত অবস্থায় ছিল। তাই জগৎ সৃষ্ট কারণরূপে ঈশ্বরের যে রূপ তাকে বলা হয় সৃজনী প্রকৃতি।

অপরপক্ষে, জগৎ হল ঈশ্বরের সৃষ্ট কার্য। ঈশ্বরই জগৎ কার্যরূপে পরিণত হন। তাই সৃষ্ট জগৎ কার্যরূপে ঈশ্বরের যে রূপ তাকে বলা হয় সৃষ্ট প্রকৃতি।

6 **স্পিনোজা দ্রব্যের সংজ্ঞা কী দিয়েছেন?**

উত্তর ▶ স্পিনোজা তাঁর 'Ethics' গ্রন্থে দ্রব্যের সংজ্ঞা এইভাবে দিয়েছেন—

"যা নিজে নিজেই অস্তিত্বশীল এবং যাকে নিজের সাহায্যে বোঝা যায়, অর্থাৎ কিনা অপর কোনো ধারণার সাহায্য ছাড়া যার সম্পর্কে ধারণা গঠন করা যায় তা-ই হল দ্রব্য।"

7 **স্পিনোজার মতে দ্রব্যের বৈশিষ্ট্যগুলি কী?**

উত্তর ▶ স্পিনোজার মতে দ্রব্য হল স্বনির্ভর, স্ববেদ্য, স্বয়ম্ভূ, অনন্ত, শাশ্বত, অপরিণামী, স্বাধীন, নির্বিশেষ, সব কিছুর আশ্রয় ও বহুগুণবান সত্তা।

8 **স্পিনোজা দ্রব্যকে স্বনির্ভর সত্তা কেন বলেছেন?**

উত্তর ▶ স্পিনোজার মতে দ্রব্য তার অস্তিত্বের জন্য অন্য কোনো কিছুর উপর নির্ভর করে না, অর্থাৎ দ্রব্য অকারণ, তাই দ্রব্য স্বনির্ভর।

9 **স্পিনোজা দ্রব্যকে স্ববেদ্য কেন বলেছেন?**

উত্তর ▶ স্পিনোজার মতে দ্রব্য স্ববেদ্য। এর অর্থ হল দ্রব্যকে জানার জন্য অন্য কোনো ধারণার প্রয়োজন হয় না। অর্থাৎ দ্রব্য স্বপ্রকাশক। ঈশ্বরের প্রতি বুদ্ধিসঞ্জাত ভালোবাসার উদয় হলে বুদ্ধির স্বচ্ছ আলোকের কাছে দ্রব্য অর্থাৎ ঈশ্বর স্বতই প্রকাশিত ও জ্ঞাত হন।

10 **স্পিনোজা দ্রব্যকে স্বয়ম্ভূ কেন বলেছেন?**

উত্তর ▶ স্বয়ম্ভূ শব্দের অর্থ অকারণ অর্থাৎ সৃষ্ট নয়। দ্রব্য যদি স্বয়ম্ভূ না হয় তবে অন্য কিছুর দ্বারা উৎপন্ন হবে। ফলে দ্রব্য স্বনির্ভর হবে না। তাই দ্রব্য স্বয়ম্ভূ।

11 **স্পিনোজা দ্রব্যকে অনন্ত কেন বলেছেন?**

উত্তর ▶ স্পিনোজার মতে অনন্ত না হয়ে যদি সান্ত হয় তবে দ্রব্য অন্য দ্রব্যের দ্বারা সীমিত হবে। ফলে অন্য দ্রব্যের উপর নির্ভরশীল হবে। ফলে দ্রব্য স্বনির্ভর হবে না। তাই দ্রব্য অনন্ত।

12 স্পিনোজা দ্রব্যকে শাশ্বত বলেছেন কেন?

উত্তর ▶ স্পিনোজা বলেছেন দ্রব্য শাশ্বত না হয়ে যদি অনিত্য হয় তবে তা পূর্ববর্তী কারণের দ্বারা উৎপন্ন হবে। ফলে দ্রব্য স্বনির্ভর হবে না। অথচ দ্রব্য স্বনির্ভর। তাই দ্রব্য শাশ্বত।

13 স্পিনোজা দ্রব্যকে অপরিণামী কেন বলেছেন?

উত্তর ▶ স্পিনোজা বলেছেন দ্রব্য যদি অপরিণামী না হয়ে পরিণামী হয় তবে দ্রব্য শাশ্বত হবে না। কিন্তু দ্রব্য শাশ্বত বলে দ্রব্য অপরিণামী।

14 স্পিনোজা দ্রব্যকে স্বাধীন কেন বলেছেন?

উত্তর ▶ স্পিনোজা বলেছেন দ্রব্য যদি স্বাধীন না হয় তবে অন্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে। ফলে দ্রব্য স্বনির্ভর হবে না। অথচ দ্রব্য স্বনির্ভর তাই দ্রব্য স্বাধীন।

15 স্পিনোজা দ্রব্যকে নির্বিশেষ কেন বলেছেন?

উত্তর ▶ স্পিনোজা বলেছেন বুদ্ধি ও ইচ্ছা প্রভৃতি বিশেষণ দ্রব্যে আরোপ করা যায় না। যদি আরোপ করা হয় তবে দ্রব্য সীমিত হয়ে পড়বে। অথচ দ্রব্য অনন্ত। তাই দ্রব্য নির্বিশেষ।

16 স্পিনোজা দ্রব্যকে সব কিছুর আশ্রয় কেন বলেছেন?

উত্তর ▶ স্পিনোজার মতে জগতের সকল সান্ত বস্তুর আশ্রয় হল দ্রব্য। সব কিছু দ্রব্যনির্ভর। দ্রব্যই একমাত্র স্বনির্ভর।

17 স্পিনোজা দ্রব্যকে ঈশ্বর বলেছেন কেন?

উত্তর ▶ স্পিনোজার মতে দ্রব্য হল স্বনির্ভর, স্বয়ম্ভূ, এক, অনন্ত, শাশ্বত, নিত্য, অপরিণামী, স্বাধীন, নির্বিশেষ। এইরূপ বৈশিষ্ট্য দ্রব্য একমাত্র ঈশ্বরই হতে পারেন। তাই স্পিনোজার মতে দ্রব্য হল ঈশ্বর।

18 স্পিনোজা কোন্ গ্রন্থে গুণের সংজ্ঞা দিয়েছেন? গুণের সংজ্ঞাটি কী?

উত্তর ▶ স্পিনোজা তাঁর 'Ethics' গ্রন্থে গুণের সংজ্ঞা দিয়েছেন।

▶ গুণের সংজ্ঞাটি হল—"গুণ বলতে আমি তাকেই বুঝি যাকে বুদ্ধি দ্রব্যের স্বরূপধর্মরূপে প্রত্যক্ষ করে।"

19 স্পিনোজার মতে ঈশ্বরের কতগুলি গুণ আছে? মানুষ ঈশ্বরের কোন্ কোন্ গুণকে জানতে পারে এবং কেন?

উত্তর ▶ স্পিনোজার মতে ঈশ্বরের অসংখ্য গুণ আছে।

▶ মানুষ কেবল বিস্তৃতি ও চিন্তন এই দুটি গুণকে জানতে পারে। কারণ মানুষ দেহ ও মনের যুগ্ম সত্তা। দেহ জড়, জড় বিস্তৃতি গুণযুক্ত। মন চেতন, চেতন হল চিন্তন এই গুণ যুক্ত। তাই মানুষ বিস্তৃতি ও চিন্তন এই গুণ দুটি জানতে পারে।

20 স্পিনোজার মতে বিস্তৃতি ও চিন্তন গুণ দুটির স্বরূপ কী?

উত্তর ▶ স্পিনোজার মতে বিস্তৃতি ও চিন্তন গুণ দুটি একই দ্রব্য ঈশ্বরের দ্বিধা প্রকাশ। দুটি গুণ পরস্পর নিরপেক্ষ ও বিপরীত হলেও কেউ কারোর উপর কার্যকারণ রূপে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া না করে সমান্তরালভাবে নিজেদের বিকশিত করে ও প্রকাশিত করে।

21 স্পিনোজার দ্রব্যতত্ত্বে দ্রব্য ও গুণের মধ্যে সম্বন্ধ বিষয়ে সমস্যাটি কী?

উত্তর ▶ স্পিনোজা দ্রব্যকে নির্বিশেষ বলেছেন। আবার তিনি দ্রব্যের অসংখ্য গুণ স্বীকার করেছেন। ফলে দ্রব্যে যদি গুণ থাকে তবে দ্রব্য বিশেষিত হয়ে পড়বে, সীমিত হয়ে পড়বে। তাই স্পিনোজার এই বক্তব্য স্ববিরোধী। একেই বলা হয় দ্রব্য ও গুণের মধ্যে সম্বন্ধ বিষয়ে সমস্যা।

22 ভাববাদীরা কীভাবে স্পিনোজার দ্রব্য ও গুণের মধ্যে সম্বন্ধ ব্যাখ্যা করেছেন?

উত্তর ▶ ভাববাদী হেগেল ও আর্ডম্যান বলেছেন গুণগুলি দ্রব্যের অন্তর্ভুক্ত নয়। মানুষের বুদ্ধি গুণগুলি দ্রব্যে আরোপ করে। ফলে দ্রব্য নির্বিশেষ হলেও গুণ তাতে আরোপিত হয় বলে স্ববিরোধ হয় না।

23 বস্তুবাদীরা কীভাবে স্পিনোজার দ্রব্য ও গুণের মধ্যে সম্বন্ধ ব্যাখ্যা করেছেন?

উত্তর ▶ বস্তুবাদী কুনো ফিসার বলেছেন গুণগুলি ঈশ্বরের স্বরূপধর্ম। তাই দ্রব্য ও গুণ অভিন্ন। ফলে দ্রব্য সগুণ হয়েও নির্বিশেষ। তাই অদ্বৈতবাদের হানি হয় না।

24 ওয়েবার কীভাবে স্পিনোজার দ্রব্য ও গুণের মধ্যে সম্বন্ধ ব্যাখ্যা করেছেন?

উত্তর ▶ ওয়েবারের মতে দ্রব্যের অসংখ্য গুণ আছে, প্রত্যেকটি গুণই সীমাহীন ও অনন্ত। দ্রব্য ভিন্ন গুণের স্বতন্ত্র সত্তা নেই। দ্রব্য ও গুণ অভিন্ন। ফলে গুণের দ্বারা দ্রব্য সীমিত হবে না, বিশেষিত হবে না। তাই দ্রব্যের স্বরূপের হানি হবে না।

25 তোমার মতে স্পিনোজার দ্রব্য ও গুণের প্রকৃত সম্বন্ধ কীরূপ এবং কেন?

উত্তর ▶ স্পিনোজার মতে, দ্রব্যের অসংখ্য গুণ আছে এবং প্রত্যেকটি গুণই সীমাহীন ও অনন্ত। দ্রব্য ভিন্ন গুণের কোনো স্বতন্ত্র সত্তা নেই। দ্রব্য ও গুণ অভিন্ন। ফলে গুণের দ্বারা দ্রব্য সীমিত হবে না, সগুণ হয়েও বিশেষিত হবে না। দ্রব্যের স্বরূপের হানি হবে না। ওয়েবার এইরূপ ব্যাখ্যা দিয়েছেন। এই ব্যাখ্যাই সন্তোষজনক।

26 স্পিনোজা তাঁর কোন্ গ্রন্থে প্রত্যংশতত্ত্ব (বিকারতত্ত্ব) ব্যাখ্যা করেছেন? তিনি প্রত্যংশের সংজ্ঞা কী দিয়েছেন?

উত্তর ▶ স্পিনোজা তাঁর 'Ethics' গ্রন্থে প্রত্যংশ তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেছেন।

▶ তিনি প্রত্যংশের সংজ্ঞা এইভাবে দিয়েছেন—"প্রত্যংশ হল দ্রব্যের বিশেষ বিশেষ প্রকাশ বা এমন কিছু যা অন্য কিছুতে বর্তমান থাকে এবং তার মাধ্যমে বোধগম্য হয়।" সুতরাং প্রত্যংশ হল সীমিতরূপ যার মাধ্যমে ঈশ্বর নিজেকে বিশেষ বিশেষ শান্ত বস্তু রূপে প্রকাশ করেন।

27 স্পিনোজার মতে ঈশ্বরের সঙ্গে প্রত্যংশের সম্বন্ধ কীরূপ?

উত্তর ▶ ঈশ্বর ও প্রত্যংশের জগৎ সম্পূর্ণ বিপরীত। তাই তাদের মধ্যে কোনো কার্যকারণ সম্বন্ধ থাকতে পারে না। প্রত্যংশগুলি ঈশ্বরের ভঙ্গি মাত্র, সান্ত প্রকাশ। প্রত্যংশের প্রকৃত সত্তা নেই, অবভাস মাত্র।

28 স্পিনোজার মতে সসীম প্রত্যংশ (বিকার) কী?

উত্তর ▶ দ্রব্য গুণের মাধ্যমে বিশেষ বিশেষ রূপ ধারণ করে দেশ ও কালে সীমিত হয়ে প্রত্যক্ষগ্রাহ্য হয় তখন তাকে স্পিনোজা সসীম বিকার বা প্রত্যংশ বা সীমাবদ্ধ প্রত্যংশ (Finite Modes) বলেছেন। যেমন মানুষ, পশু, বৃক্ষ ইত্যাদি।

29 স্পিনোজার মতে অসীম প্রত্যংশ (বিকার) কী?

উত্তর ▶ দ্রব্য যখন বিস্তৃতি ও চিন্তন নামক গুণের স্বরূপ থেকে সাক্ষাৎভাবে যে বিকার বা প্রত্যংশগুলি নিঃসৃত হয় তাকে বলা হয় অসীম প্রত্যংশ। যেমন বুদ্ধি ও ইচ্ছা হল অসীম প্রত্যংশ।

30 স্পিনোজার মতে অসীম প্রত্যংশ ও সসীম প্রত্যংশের মধ্যে পার্থক্য কী?

উত্তর ▶ স্পিনোজার মতে অসীম ও অনন্ত প্রত্যংশ হল নিত্য ও আবশ্যিকভাবে অস্তিত্বশীল। অপরপক্ষে সসীম প্রত্যংশ হল ক্ষণস্থায়ী, অনিত্য ও পরিবর্তনশীল।

31 **স্পিনোজার মতে প্রত্যংশগুলি কীভাবে পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ?**

উত্তর ▶ জড়বস্তুরূপে প্রত্যংশগুলি একে অপরের সঙ্গে কার্যকারণ সম্বন্ধে শৃঙ্খলে আবদ্ধ। আবার মানসিক প্রত্যংশগুলি একে অপরের সঙ্গে কার্যকারণ শৃঙ্খলে আবদ্ধ।

কিন্তু জড়বস্তুর প্রত্যংশগুলির সঙ্গে মানসিক প্রত্যংশগুলির মধ্যে কোনো কার্যকারণ সম্পর্ক নেই। আছে কেবল একপ্রকার সমান্তরাল অনুরূপ সম্বন্ধ।

32 **স্পিনোজার মতে চিন্তন নামক গুণ থেকে যে দুটি প্রত্যংশ সৃষ্টি হয় তাদের নাম কী ?**

উত্তর ▶ স্পিনোজার মতে চিন্তন নামক গুণ থেকে বোধশক্তি ও ইচ্ছা—এই দুইপ্রকার প্রত্যংশ সৃষ্টি হয়।

33 **স্পিনোজার মতে বিস্তৃতি নামক গুণ থেকে যে দুটি প্রত্যংশ বা বিকার সৃষ্টি হয় তাদের নাম কী ?**

উত্তর ▶ স্পিনোজার মতে বিস্তৃতি নামক গুণ থেকে গতি ও স্থিতি—এই দুইপ্রকার প্রত্যংশ সৃষ্টি হয়।

34 **স্পিনোজার মতে কারণ ও কার্যের মধ্যে সম্বন্ধ কী ?**

উত্তর ▶ স্পিনোজার মতে ঈশ্বর হলেন কারণ। গুণ ও বিকার হল কার্য। কারণ কার্যে পরিণত হয়। কারণ হল তা-ই যা অপ্রকট, অব্যক্ত। কার্য হল তাই যা প্রকট বা ব্যক্ত। সুতরাং স্পিনোজার মতে কারণ ও কার্য স্বরূপত অভিন্ন। তাই কারণ ও কার্যের মধ্যে অভিন্নতার সম্বন্ধ রয়েছে।

35 **স্পিনোজা কোন্ অর্থে সৃজনী প্রকৃতি ও সৃষ্ট প্রকৃতিকে অভিন্ন বলেছেন ?**

উত্তর ▶ স্পিনোজার মতে কারণ ও কার্যের মধ্যে প্রসক্তি সম্বন্ধ আছে। কারণটি কার্যে পরিণত হয়। যেমন দুগ্ধ দধিতে পরিণত হয়। সে অর্থে বিচার করলে দুগ্ধ ও দধি স্বতন্ত্র নয়, একই। তেমনই সৃজনী প্রকৃতি ও সৃষ্ট প্রকৃতি স্বতন্ত্র নয়, একই। তাই প্রসক্তি অর্থে সৃজনী প্রকৃতি ও সৃষ্ট প্রকৃতি অভিন্ন।

36 **স্পিনোজার মতে ঈশ্বর বা দ্রব্যকে জানার উপায় কী ?**

উত্তর ▶ স্পিনোজার মতে ঈশ্বরের প্রতি বুদ্ধিসঞ্জাত অনুরাগই ঈশ্বরকে জানার একমাত্র উপায়।

37 **ঈশ্বরের প্রতি বুদ্ধিসঞ্জাত অনুরাগ বলতে স্পিনোজা কী বোঝাতে চেয়েছেন ?**

উত্তর ▶ বিশুদ্ধ বুদ্ধি বা স্বজ্ঞার সাহায্যে সাক্ষাৎভাবে উপলব্ধ ঈশ্বরের জ্ঞান থেকে উদ্ভূত আনন্দকে বলা হয় ঈশ্বরের প্রতি বুদ্ধিসঞ্জাত অনুরাগ।

38 **ঈশ্বরের প্রতি বুদ্ধিসঞ্জাত অনুরাগের স্বরূপ কী ?**

উত্তর ▶ ঈশ্বরের প্রতি বুদ্ধিসঞ্জাত অনুরাগের ফলে ঈশ্বরের স্বরূপ উপলব্ধি হয়, ঈশ্বর যে সমগ্র বিশ্বের ঐক্যস্বরূপ তা উপলব্ধি করে। ঈশ্বরের এই স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারলেই অনাবিল শাশ্বত আনন্দলাভ হবে। ইহাই মানবজীবনেরর সর্বোচ্চ লক্ষ্য।

39 **সর্বেশ্বরবাদ কাকে বলে ?**

উত্তর ▶ যে মতবাদ অনুসারে ঈশ্বরই সব এবং সবই ঈশ্বর অর্থাৎ ঈশ্বরই সমগ্র জগৎ এবং সমগ্র জগৎই ঈশ্বর সেই মতবাদকে বলা হয় সর্বেশ্বরবাদ।

40 **সর্বেশ্বরবাদের সপক্ষে একটি যুক্তি দাও।**

উত্তর ▶ ঈশ্বর যদি জগতের বহির্ভূত সত্তা হন তবে তিনি জগতের দ্বারা সীমিত হবেন। ফলে তাঁর অসীমত্ব ক্ষুণ্ণ হবে। কিন্তু সর্বেশ্বরবাদ স্বীকার করলে ঈশ্বরের অসীমত্ব ক্ষুণ্ণ হবে না। কেন-না ঈশ্বর ও জগৎ অভিন্ন। উভয়ই অসীম ও অনন্ত।